RN No 2532/57 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ব্লকম্যাকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৭ সাল।
৪ঠা জুন ১৯৮০ সাল।
নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯, সডাক ১০৲

ফরাক্কায় প্রধান ও উপ ডাকঘরের আশু প্রয়োজন

বিশেষ প্রতিনিধি, ফরাক্কা ব্যারেজ, ৪ জুন—ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। বাঁধ উপনগরীকে শিল্পনগরীতে পরিণত করার চেষ্টা চলছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। কেন্দ্রীয় সরকারও একই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ব্যক্তিমালিকানায় কল কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পত্তনের জন্য অনেকে জমিও কিনে রাখছেন। শোনা যাচ্ছে, একটি বৃহদায়তন কাগজের কারখানাও নাকি স্থাপন করা হবে। সুতরাং যে হারে লোক বাড়ছে তাতে প্রায় দু'লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে ফরাক্কা. আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই। এই বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন সরকারী সমস্ত বিভাগের তৎপরতা। দুর্গাপুর শিল্পনগরীর মত যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গ আসামের সঙ্গে যোগাযোগের সার্থকতা নির্ভর করছে এই বাঁধ উপনগরীর সার্বিক উন্নয়নের উপর। যোগাযোগ দপ্তরেরও এ বিষয়ে সজাগ হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য এখানে একটি প্রধান ডাকঘর ও তার অধীনে কয়েকটি উপ ডাকঘর স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। খবর পাওয়া গিয়েছে ডাক ও তার বিভাগ নাকি এ ব্যাপারে তৎপর হয়েছেন। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বাঁধ উপনগরীর সম্প্রসারণের ফলে ডাকঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জেলার সদর শহর বহরমপুর থেকে তার প্রশাসনিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই জনসাধারণ দাবি জানাচ্ছেন, জঙ্গিপুর মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে পোষ্টাল

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভাঙনের মুখে জঙ্গিপুর মহাশ্মশান

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ জুন—ডোমপাড়া থেকে সুজাপুর পর্যন্ত বত্রিশ লক্ষ টাকার ভাঙন রোধ প্রকল্প মঞ্জুর ও রূপায়ণে সরকারী তৎপরতার অভাবে জঙ্গিপুর মহাশ্মশান আজ ভাগীরথীর করাল গ্রাসের শিকার হয়েছে। প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভূমিক্ষয়ের ফলে ভাগীরথী ক্রমশঃ রঘুনাথগঞ্জ শহরের দিকে সরে আসছে। আর কিছুদিন এভাবে চলতে থাকলে শহরের একটি বিরাট অংশ ভাগীরথী গর্ভে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তারাপীঠের মত জঙ্গিপুর মহাশ্মশানের চিতা কোনদিন নেভে না। বহু স্মৃতিবিজড়িত, প্রাচীন এবং জাগ্রত মহাশ্মশানের সিঁড়ি বিপজ্জনকভাবে ভাগীরথীর ওপর ঝুলছে। আর কিছুদিনের মধ্যে সিঁড়ি, চুল্লি এবং মন্দির বিলীন হয়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কা প্রকাশ করে পয়লা জুন দু'জন তরুণ আইনজীবী স্মারকলিপি পেশ করেছেন রাজ্যের কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। ওই স্মারকলিপিতে অবিলম্বে ভাঙন রোধের জন্য পাথর দিয়ে ভাগীরথীর পাড় বাঁধানোর দাবি জানানো হয়েছে।

খাস জমি বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগ

সাগরদীঘি, ৪ জুন—খাস জমি বণ্টনে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতি আদিবাসী ও হরিজন সম্প্রদায়ের মত সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, ১৯৭৬ সালের ৩১ জানুয়ারী সাগরদীঘি থানার মনিগ্রাম মৌজায় হাড়ি, কোরা ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কিছু লোককে জে এল আর ও অফিস থেকে খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। তারা প্রত্যেকেই ভূমিহীন, তাই ওই জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সম্প্রতি তাদের উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে ফ্রন্টের একটি শরিক দল একজন ব্যবসায়ীকে দিয়ে নাকি মামলা রুজু করিয়েছেন। আর পঞ্চায়েত সমিতি নাকি হরিজন ও দুর্বলতর অন্যান্য শ্রেণীর লোকেদের বঞ্চিত করে অন্যদের জমি দিয়েছেন। তারা জমি ফিরে পাবার জন্য কর্তৃপক্ষের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৃষিঋণ আরো ছশো

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে আগে ৬০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বর্গাদার প্রভৃতিকে কৃষিঋণ দেওয়া হবে। ছটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতে কটিতে যাতে অন্ততঃ একশ জন করে কৃষিঋণ পান তার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মিহিররঞ্জন পত্রবীশ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের সচেষ্ট হতে অনুরোধ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বকেয়া কৃষিঋণ পরিশোধ করারও অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাগানের দখল নিয়ে

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ জুন—এই থানার সুজাপুরে সম্প্রতি একটা লিচু বাগানের দখল নিয়ে দু,দলে সংঘর্ষ ঘটে। বোমার আঘাতে তিনজন আহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে অবস্থা আয়ত্তে আসে। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই। এদিকে ঝড়ের তাণ্ডবে মহকুমার ফল ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়েছে। এবার আমের ফলন ভালো হয়েছিল। কিন্তু ঝড়ের দাপটে প্রচুর আম ঝরে পড়ায় ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

প্রশাসনে রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি : মে মাসের মাঝামাঝি জঙ্গিপুর মহকুমা প্রশাসনে রদবদল ঘটানো হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। জানা গেছে, সিনিয়ার অফিসার হয়েও উপশাসক কমলকুমার পাল এতদিন কোন আবেদন করেননি। ফলে মহকুমা শাসকের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বভার ন্যস্ত হত সেকেণ্ড অফিসার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বহিষ্কার, দলবদল

সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির ১নং বোথাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কংগ্রেস (ই) দলের সেরাজুল হককে দল-বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক জানিয়েছেন।

সুতি ১নং পঞ্চায়েত সমিতির নূরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান আর এস পি দলের সেখ ফাইজুদ্দিন এবং আহরণ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোড়পাখিয়া-গাঙ্গিন গ্রামের পঞ্চানন সরকার, সুধাংশু দাস প্রমুখ আর এস পি সমর্থক সদলবলে কংগ্রেস (ই) দলে যোগদান করেছেন বলে এম এল এ মেঃ সাহরাব জানিয়েছেন।

শিক্ষকের দিনবদল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ১০ম মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন হয়ে গেল রঘুনাথগঞ্জে ১-২ জুন। প্রায় ৩০০ শিক্ষক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। শেষ দিন নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম জেলা কনভেনসনের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন সদরঘাটে প্রকাশ্য সম্মেলনে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৭।

'বিচারের বাণী...'

আমাদের পত্রিকায় সম্প্রতি সাগরদীঘি থানার টনপাড়া গ্রামে জনৈক বিদ্যালয় শিক্ষকের বিধবা পত্নীর উপর বহুবিধ নির্যাতনের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যেমনই মর্মান্তিক, তেমনই অধুনাতন সভ্যতার যুগে এক বর্বর নারকীয় দৃশ্যের উদাহরণ হইয়া রহিয়াছে। উক্তা বিধবা খোতেজা বেওয়া আজ 'জান-মান-নাবালক' লইয়া নিতান্ত বিপন্না হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বাড়ি ঘর ভাঙ্গা হইতেছে, গো-মহিষাদি অপহৃত হইতেছে. সেচের ও আচরণের জল নিষিদ্ধ হইতেছে, জমির ফসল লুটপাট করা হইতেছে। ইহা ছাড়া শারীরিক নির্যাতন চালান হইতেছে এবং তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্রের জীবনহানির ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে। খোতেজা বেওয়া আজ গোয়ালঘরে আশ্রয় লইয়াছেন এবং পুত্রকে জনৈক হৃদয়বান গ্রামবাসীর আশ্রয়ে রাখিয়াছেন এবং উক্ত ভদ্র ব্যক্তির অনুগ্রহে তিনি দিনপাত করিতেছেন।

সংবাদে প্রকাশ যে, জঙ্গিপুরের একজিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় শ্রীকমলকুমার পাল মহাশয় তদন্তে সেখানে গিয়াছিলেন। তদন্তের ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। কতদিনই বা খোতেজা বেওয়া একজনের অনুগ্রহভিখারিণী হইয়া রহিবেন, তাহাও জানা যায় নাই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, আজিকার দিনেও বাংলার গ্রামীণ সমাজের মধ্যযুগীয় দোর্দণ্ড প্রতাপ একজন অসহায়া রমণীর উপর চলিতেছে।

ঘটনার মূলে আছে খোতেজা বেওয়ার মৃত স্বামী বজলুল মান্নানের চল্লিশ বিঘা সম্পত্তি এবং প্রথম পক্ষের নিঃসন্তানা পত্নীর সম্পত্তি। খোতেজাকে সম্পত্তির অধিকারচ্যুত করার নাকি এক সুচতুর চক্রান্ত চলিতেছে এবং তাহার জন্যই খোতেজা বেওয়া আজ নিরাশ্রয়া।

তদন্ত নিশ্চয়ই হইয়া গিয়াছে। খোতেজা বেওয়াকে নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হোক, তাঁহার এবং তাঁহার পুত্রের জীবনযাপনের নিরুদ্বেগ সুযোগ দেওয়া হোক—ইহা সকলেই চাহিবেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

আমিনের অপকীর্তি

আমি রামদেবপুর পোষ্টাপিসের অধীন রঘুনাথগঞ্জ থানার ধনপতনগরের বাসিন্দা। আমি গরীব মানুষ। জে এল আর ও-২ রঘুনাথগঞ্জ এর সরকারী আমিন নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল ওরফে নরেন আমাকে ভবানীপুর মৌজায় ৩৯ এবং ৪০ দাগের দুই বিঘা পরিমাণ জমির পাট্টা বন্দোবস্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার কাছ থেকে নগদ ২৯০ টাকা (দুই শত নব্বই টাকা) আদায় করেন। আমি আনুমানিক ৪ বৎসর ধরে নরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের কাছে ঘোরাঘুরি করছি। কিন্তু আমাকে অদ্যাবধি কোন রকম জমির পাট্টার বন্দোবস্ত করে দেননি বা উক্ত অর্থ ফেরত দেননি। আমি অনেকবার উক্ত আমিনকে আমার দেয় টাকা ফেরত চেয়েছি কিন্তু উনি আমার কথায় কর্ণপাত করেননি। এ ব্যাপারে জঙ্গিপুর শহরের এবং আমার গ্রামের কয়েকজনকে জানিয়েছি। এখন সংবাদপত্রের দ্বারস্থ হলাম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার টাকা ফেরত পাই এই আশায়।

রামসুন্দর মণ্ডল, ধনপতনগর (জঙ্গিপুর পৌরসভা)।

বড়লোকের ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গে

ইউ বি আই বড়লোকের ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গে সংবাদটি পাঠ করে গভীর বেদনাহত হয়েছি এই কারণে যে, আপনার পত্রিকার সংবাদদাতা সৎ সত্য সংবাদ পরিবেশনের নামে অসত্য ও ভুয়া সংবাদ পরিবেশন করেছেন। সেদিন ঘটনাস্থলে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং জনৈক যুবক যিনি ঋণ চাইতে গিয়ে উদ্ধত অবস্থায় হাত গুটিয়ে ম্যানেজারকে 'এক হাত দেখে নেব'—এই ভঙ্গীতে অমার্জিত ভাষায় কথা বলছিলেন তার সম্পর্কে কোনো সমালোচনামূলক সংবাদ প্রকাশ হতে দেখলাম না। অপরদিকে ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার যা উক্তি করেননি তা প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করলেন না। সাংবাদিক মহাশয়ের উচিত ছিল নাকি যে ম্যানেজারের সাক্ষাৎকার নিয়ে ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ দিয়ে সংবাদটি প্রকাশ করা? তাহলে কি এটাই ধরে নেব যে, সংবাদটি যুবকটির শিকার হয়ে সংবাদপত্রকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করলেন? সংবাদদাতা কি জানেন যে, এ দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ যাদের উপার্জন ৫০০ টাকার কম শুধুমাত্র তাদেরই ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। যদি বড়লোকের ব্যাঙ্ক হবে তবে এই শহরের ৫০০ টাকার নীচে যাদের উপার্জন তারা কি করে এই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পান? সাংবাদিক মহাশয় জানেন না যে, এদেশের ১০ শতাংশ দরিদ্র বেকারদের ঋণ দেওয়াই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। যাইহোক ম্যানেজার এবং ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি উভয়ের মতামত নিয়ে প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করলে সুখী হব। —মুক্তিপদ সাহা, জোতকমল (জঙ্গিপুর)।

খোলা চোখে

বেশ কয়েকদিন ধরে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন কিভাবে স্থানীয় দোকানপাটগুলিতে ক্রেতার ভিড় কমে গেছে। গ্রামীণ ক্রেতাদের কাজ নেই, উপার্জন নেই। নির্দিষ্ট আয়ের লোকেরাও বাজার গরমে হিমসিম খাচ্ছেন—কিন্তু কিছু জিনিস তো তাঁদের কিনতেই হয়, অতি প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া অন্য জিনিসপত্তর হয়তো কেনা স্থগিত রেখেছেন কিংবা কম কিনছেন। তরিতরকারী, মাছ চালান হয়ে যায় শহরে। কিন্তু যে জিনিসগুলি আমদানী হ'য়ে এখানের বাজারে আসে মুদির দোকানে, ষ্টেশনারী দোকানগুলিতে, কাপড়ের দোকানে যেখানে খুচরো ব্যবসায়ীদের একদিকে মার-খাওয়া অন্যদিকে যে ক্রেতাসাধারণের ওপরে বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতন চেপে নাভিশ্বাস ওঠাচ্ছে। আর এর মধ্যে যে জিনিসটি দৈত্যের আকার ধারণ করে তিল তিল করে আমাদের টিপে মারছে তার নাম চিনি। প্রাচীনকালে অতিথি সৎকার হ'তো মধু দিয়ে, এখন হয় চা দিয়ে। শিশুরা ছাড়া আর কেউ চা ছাড়া অন্য খাবারের সঙ্গে চিনি খাওয়ার কথা তো ভুলেই গেছেন। ল্যাটিন আমেরিকার অন্যতম দেশ কিউবার অর্থনীতি অনেকখানি চিনির ওপরেই নির্ভরশীল। ভারতবর্ষও বিদেশে চিনি রপ্তানী করেছে, কিন্তু এখন তাকে চিনি আমদানীর কথা ভাবতে হ'চ্ছে। সন্দেহ নেই অন্যান্য ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের মতো চিনি-শিল্পও সীমিত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় স্থির এবং এখানে লগ্নীকৃত মূলধন সরকারী ভরতুকি নীতির স্বাদ পেয়ে তার উৎপাদন ক্ষমতাকে আর বাড়াতে রাজী নয়। ঘটা করে বলা হ'চ্ছে এ বছর কয়েক লক্ষ হেকটর জমিতে আখের চাষই নাকি হয়নি। আখচাষীরা চাষের দাম পান না, খরচ পোষায় না অথচ চিনিকলগুলি সরকারী ভরতুকি পেয়েই যায়। দোর্দণ্ডপ্রতাপ কিষাণ নেতাও এদের ঠেকাতে পারেন না। নির্বাচনের প্রাক্কালে যে চিনির খুচরো দাম ছিল কেজি প্রতি সাড়ে তিন টাকার মধ্যে আজ তা প্রায় আট টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচন প্রাক্কালে পেঁয়াজের দাম যখন কিলো প্রতি পাঁচ টাকায় দাঁড়িয়েছিল তখন বর্তমান কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল হৈ চৈ শুরু করেছিল; আজ যখন তা আশি পয়সা একটাকায় নেমেছে সেখানে তাঁদের 'কৃতিত্ব' কতখানি জানি না, তবে চিনির দাম সাড়ে তিন থেকে আটে নিয়ে আসার পেছনে তাঁদের 'কৃতিত্ব' কম নয়। রেডিযোতে একটা জিনিস কয়েকদিন অন্তর প্রচার করা হচ্ছে: সরকার বাজারে আবার কিছু চিনি ছেড়েছেন এবং এর ফলে বোম্বাইতে পাইকারী বাজারে চিনির দাম কুইন্টাল প্রতি অত টাক (একটি নির্দিষ্ট টাকার অঙ্ক বলে) কমেছে। চিনির দাম যখন ছ'টাকার মধ্যে ঠেকানামা করল তখন দিনকয়েক এবং এখন আবার এই প্রচার চলছে। সরকারী চিনির যোগানে দাম কমানোর কি 'মন্ত্র' আছে জানি না, তবে সরকার যে নিজেই আগেভাগে প্রচার করে দিচ্ছেন—দেখ, চিনি-ব্যবসায়ীরা সরকারের কত অনুগত—সরকার বাজারে চিনি ছাড়ছেন আর অমনি ওঁরা ভক্তিভরে দাম কমিয়ে দিচ্ছেন! বাস্তবিক চিনির সরকারী যোগান এক্ষেত্রে 'সুগার কোটিন' এর কাজ করছে। যখন চিনির দাম ছ'টাকা (কিলো প্রতি) তখন বাজারে চিনির সরকারী যোগান দাম কয়েক পয়সা কমল। আবার হয়তো কয়েক পয়সা কমবে, আবার বাড়বে। তবে দাম বাড়ারও একটা সীমা থাকে, কালো টাকার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জাতীয় বৃত্তি দশজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭৯ সালের জাতীয় বৃত্তি পরীক্ষায় জঙ্গিপুর মহকুমায় দশজন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে। জেলায় হয়েছে পঁয়ত্রিশ জন। মহকুমায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তারা হল : মহঃ মোজাম্মেল হক ও তানিকুল ওয়ারা (ভাসাই-পাইকর হাই স্কুল), মহঃ সফিউল্লা (চাচণ্ডা বি জে হাই স্কুল), মনোজকুমার জৈন (নিমতিতা জি ডি ইনসটিটিউসন), শান্তনু রায় ও উত্তমকুমার সাহা (নয়নসুখ স্কুল), সুরাজিৎ সিন্‌হা ও স্বপন সাহা (শ্রীকান্তবাটী স্কুল) এবং সন্দীপ দাস ও দেবব্রত দাস (অরঙ্গাবাদ হাই স্কুল)।

সৎসঙ্গ মন্দিরের ভিত্তি

অরঙ্গাবাদ, ২ জুন—সম্প্রতি এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পূজারতির জন্য একটি উপাসনা মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। আড়ম্বরপূর্ণ ওই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অরঙ্গাবাদ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সরোজাক্ষ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

এ পক্ষের চাষবাস

১৬ই জ্যৈষ্ঠ—৩১শে জ্যৈষ্ঠ

ধান ঃ বোনা বা রোয়া আউশ ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করুন এবং চারা রোয়ার ১২—১৫ দিন পরে একরে ১২ কেজি হারে এবং বীজ বোনার ১৮—২০ দিন পরে একরে ১০ কেজি হারে নাইট্রোজেন প্রথমবার চাপান সার হিসাবে দিন।

এ পক্ষ থেকে আমন ধানের চারা তৈরীর কাজ শুরু করতে পারেন। এক একর জমি রোয়ার উপযোগী চারা তৈরী করতে ১০ শতক বা ৬ কাঠা জমিতে বীজতলা তৈরী করুন। বীজ শোধন করে বুনুন। কাদানো বীজতলায় বীজ শোধনের জন্য প্রতি ১½ লিটার জলে ৩ গ্রাম মিথোক্সি মার্কিউরিক ক্লোরাইড (এরিটান ৬ বা ট্যাফাসান ৬ বা এ্যাগালল-৬) এবং ½ গ্রাম এগ্রিমাইসিন মিশিয়ে তাতে এক কেজি বীজ ৮-১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন। প্রতি ১০ শতক বীজতলায় প্রাথমিক মাত্রায় সার লাগবে গোবর বা কম্পোষ্ট ১ টন, নাইট্রোজেন ২ কেজি, ফসফেট ২ কেজি ও পটাশ ২ কেজি।

পাট ঃ পাটের চারার বয়স ৩০ ও ৪৫ দিন হলে একরে তিতাপাট ৭½-১২½ কেজি ও মিঠাপাটে ৫-৯ কেজি হারে প্রতিবার নাইট্রোজেন চাপান দিন। পাটের ডাঁটা পচা রোগ দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম কপার অক্সি-ক্লোরাইড (ব্লাইটক্স বা ফলটন) বা ২ গ্রাম ম্যাঙ্কোজেব (ডাইথেন এম ৪৫) মিশিয়ে ছেটান। ঘোড়াপোকা, বিছাপোকা ও কেড়িপোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ১ মিলি মিথাইল প্যারাথায়ন (মেটাসিড ৫০%) বা ২ মিলি এণ্ডোসালফান (থায়োডান ৩৫%) বা ফেনিট্রোথায়ন (ফলিথায়ন ৫০%, সুমিথায়ন ৫০%) বা লিনডেন ২০%; লাল ও হলদে দু'রকম মাকড় দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ১ মিলি মনোক্রোটোফস (নুভাক্রন ৫০%) মিশিয়ে ছেটান।

ডাল ঃ মুগ এবং কলাই বোনা চলবে। মুগের ভাল জাত হ'ল বি-১ (৬০-৬৫ দিনে পাকে), বি-১০৫ (৫৫-৬০ দিনে পাকে), টি-৪৪ (৬০-৬৫ দিনে পাকে) এবং টি-৫১ (৬৫-৭০ দিনে পাকে) এবং কলাই-এর ভাল জাত হ'ল বি-৭৬ ও টি-৯ (দু'টি জাতই ৮০-৮৫ দিনে পাকে) মুগ এবং কলাই-এর জমি তৈরীর সময় সার লাগবে একরে ৪ কেজি নাইট্রোজেন ও ১৬ কেজি ফসফেট।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

Progressive/IGFEP-80/81

কৃষি সংবাদ

জেলার উপযোগী আমন ধানের জাত নির্বাচন

আগামী খারিফ মরশুম দেশী জাতের বদলে অধিক ফলনশীল ধানের জাত লাগান। এতে ফলন বেশী হবে। অধিক ফলনশীল ধানের বীজ স্থানীয় বীজ খামারে পাওয়া যাচ্ছে। দাম প্রতি কেজি টাঃ ১-৬০ পয়সা।

জমির অবস্থান	জল জমে	কতদিনে পাকে	জাতের নাম
১) উঁচু	২-৪ ইঞ্চি পর্যন্ত	১০০-১২০	পলমন ৫৭৯, রত্না ৩৩-৩০ সি আর ১২৬৪২-১ আই ই টি ১৪৪৪, ২২৩৩, ২৮৯৫, আই আর ৩৬।
২) মাঝারি	৪-৮ ইঞ্চি পর্যন্ত	১২০-১৪০	জয়া, বিজয়া, বাণী, জয়ন্তী আই আর ২০, সি এন এম ৩১, আই ই টি ২৮৯৫, ২২৫৪
৩) মাঝারি নীচু	৮-১২ ইঞ্চি পর্যন্ত	১৪০-১৫০	পঙ্কজ, মাসুরী, আই ই টি ৩২৫৭।
৪) নীচু	১-২ ফুট পর্যন্ত	১৫০ দিনের বেশী	এন সি ১২৮১, ও সি ১৩৯৩, ১০১৪
৫) বেশী নীচু	৩-১২ ফুট পর্যন্ত	১৮০ দিনের বেশী	জলধি ১, জলধি ২

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত, ১৯৮০-৮১

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত।

(মেমো নং ২৮৪ (৯) ইনফ্‌ তারিখ ২৩-৫-৮০)

আশু প্রয়োজন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুপারিনটেনডেনটের আর একটি অফিস খোলা হোক। তাহলে ফরাক্কা থেকে ভগবানগোলা পর্যন্ত একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করে যোগাযোগ প্রশাসনের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব হবে এবং সাধারণ মানুষকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। জনসাধারণ তাঁদের দাবি বিবেচনার জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

শিক্ষকের দিনবদল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাষণ দিতে এসে রাজ্যের কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকদের দিনবদলে অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তনে আন্দোলনের ডাক দেন। অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন রাজ্য কমিটির সম্পাদক নির্মল বিশ্বাস, শ্রমিক নেতা এস আর সেনগুপ্ত, শিন মহম্মদ প্রমুখ। পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ শিক্ষক শরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে। বৃষ্টির জন্য সুপার মারকেটে প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রত্যেক শিক্ষক সমিতিকে যৌথ আন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং নির্মল সরকারকে সভাপতি ও রাব ঘোষকে সাধারণ সম্পাদক করে ৪০ সদস্যের জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

কৃষিঋণ আরো ছশো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা যেতে পারে ১৯৭৯-৮০ সালে জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী কৃষিঋণ বণ্টন করা হয় রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে ৮০০ বর্গাদারকে।

আর একটি খবরে জানা গেছে, সাবিক গ্রামোন্নয়নের জন্য রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক এক লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে। এ খবর দিয়ে বিডিও জানিয়েছেন, ওই এক লক্ষ টাকার ওপর আরো দু'লক্ষ টাকা ঋণ দেবে ব্যাঙ্ক। এর জন্য পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ছয় সদস্যের একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং বাড়ালা, কানুপুর, জরুর, রাণীনগর, দফরপুর ও মিরজাপুর—এই ছটি মৌজা নির্বাচন করা হয়েছে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

দুর্নীতির অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাছে আবেদন করেছে। জনসাধারণের অভিযোগ, প্রশাসনকে অমান্য করে গায়ের জোরে কাজ করা হচ্ছে এবং খাস জমি দেওয়ার নাম করে তফসিল জাতির লোকেদের কাছ থেকে নাকি প্রচুর অর্থ আদায় করা হচ্ছে।

প্রশাসনে রদবদল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শান্তিগোপাল দত্তের ওপর। গত মাসে কমলবাবু আবেদন করায় মহকুমা শাসক তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন এবং ১৭ মে তিনি সিনিয়র আফিসারের স্বীকৃতি লাভ করেন। ফলে এখন থেকে মহকুমা শাসকের অনুপস্থিতিতে মহকুমার দায়িত্বভার ন্যস্ত হবে শান্তিবাবুর পরিবর্তে সেকেণ্ড অফিসার হিসেবে কমলবাবুর ওপর।

খোলা চোখে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

অর্থনীতিরও একটা সীমা থাকে। সেভাবেই দামটা এক জায়গায় এসে থামবে। কিন্তু পেঁয়াজের মত আশি পয়সা এক টাকায় এসে দাঁড়াবে না। বেড়ে যে জায়গায় এসে থামবে সেখানেই বহাল থাকবে। ভোগ্যপণ্যের ব্যবসায়ী-চক্র এ ভাবেই কালো টাকার পাল্টা অর্থনীতিকে এ যাবৎ কাল চালু রেখেছেন। অন্য দিকে ভারতীয় শিল্পপতিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শতকরা আশি-নব্বইজনের ব্যবহারের জন্য সাধারণ মানের যে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন হওয়া দরকার সেখানে তাঁরা লগ্নীতে উৎসাহী নন, শতকরা দশ/পনের জন লোকের ভোগে লাগে এমন জায়গায় তাঁরা লগ্নী অনেক বেশী করেন—মূল লক্ষ্যটা থাকে লাভের অঙ্ক বেশী কোনটায় (এখানে ভারতীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে উন্নত বা ধনতান্ত্রিক দেশের পার্থক্য লক্ষণীয়) অপরদিকে ভোগ্যপণ্যের সরকারী উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা যতদিন না চালু হ'চ্ছে ততদিন ভোগ্যপণ্য ব্যবসায়ে কালো টাকার অর্থনীতি প্রবল থেকে প্রবলতর হতে বাধ্য। তাই জিনিসের দামও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। —অজিতেশ কৌশাম্বি

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়।

সি পি এম কর্মী খুন

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ জুন—আজ বেলা ১১টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার মিঠিপুর মৌজার নবকান্তপুরের পুর্ব দিকের মাঠের মধ্যে তিনজন সি পি এম কর্মী একদল কংগ্রেস (ই) সমর্থকের হাতে আক্রান্ত হয়। জানা গিয়েছে ওই সময় কংগ্রেস (ই) কর্মীরা লাঠি, হেঁসুয়া, বোমা ইত্যাদি নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায় ও বোমা মারলে সি পি এম দলের নূর মহম্মদ ও তার এক সঙ্গী জখম হয়। হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে নূর মহম্মদ মারা যায়। লোকাল কমিটি মরদেহ নিয়ে এক মিছিল বের করে।

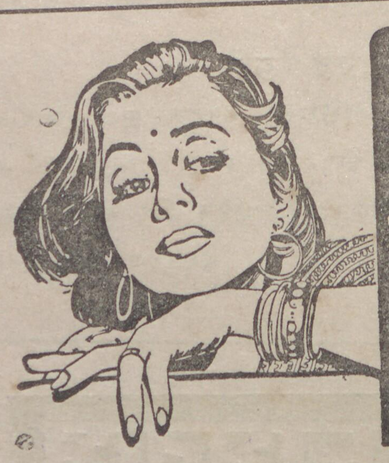
মেয়েদের সাদাসাবে লিটকোনেক্স
ট্যাবলেট ও ফেকাটিন লোশন ব্যবহার করুন
এস. সি. কেমিক্যালস্
২৭, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলি-৫

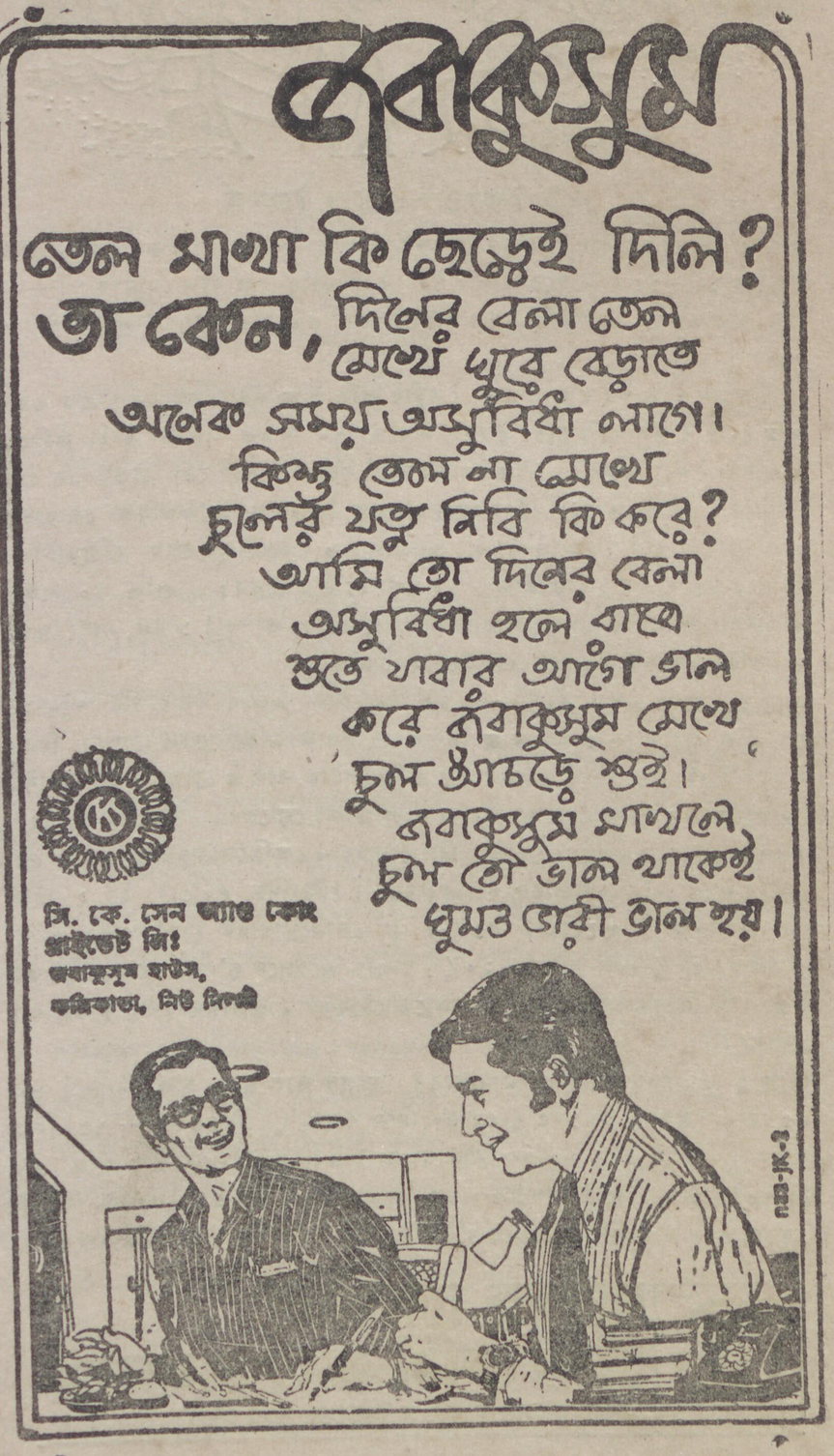

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।